R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG-112 Regd. No.—WB/MSD—4

সুখ ★ স্বাচ্ছন্দ্য ★ নিরাপত্তা
ত্রয়ীর সম্মেলন
নিবেদিতা লজ
।। স্থান ।।
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
আধুনিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ এই লজে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে থাকার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফোন নং-১১২

৮০শ বর্ষ | ৩৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১২ই মাঘ বুধবার, ১৪০০ সাল | ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৯৪ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা | বার্ষিক ২৫ টাকা

বক্রেশ্বরের আবেদনে থানা সজাগ না হওয়ায় দু'জনের মৃত্যু ঘটলো।

সাগরদীঘি ঃ গত ২১ জানুয়ারী গভীর রাতে স্থানীয় থানার ছামুগ্রামে এক গ্রাম্য সংঘর্ষে দু'জন নিহত হন। খবর, ছামুগ্রামের সুব্রত ব্যানার্জীর সঙ্গে প্রতিবেশী বক্রেশ্বর মন্ডলের (অসীম) ডিপ টিউবওয়েল থেকে জমিতে জল দেওয়ার ব্যবসাকে কেন্দ্র করে কিছুদিন থেকে মন কষাকষি চলছিল। সুব্রত মাস দুয়েক আগে একটি ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে জল দেওয়ার ব্যবসা শুরু করেন। অভিযোগ সুব্রত বৈদ্যুতিক লাইন না পেলেও হুকিং করে বিদ্যুৎ নেন। এর আগে প্রায় বছর দেড়েক থেকে বক্রেশ্বর তাঁর মিনি ডিপ থেকে জমির মালিকদের জল বিক্রি করতেন। সুব্রত তাঁর ডিপ চালু করে বক্রেশ্বর থেকে দর কম নিতে থাকেন। এবং সরকারী রাস্তা কেটে রাস্তার অপর পারের জমিতে জল দেবার ব্যবস্থা করেন। বক্রেশ্বর বাধা দেন এবং পি ডাব্লু ডি রোডস্ বিভাগের কাছে অভিযোগ জানান। তদন্তও হয়। সুব্রত নিজের খরচে রাস্তার নীচ দিয়ে পাইপ বসিয়ে রাস্তা সংস্কার করে দেবেন বলে কথা দেন। বিরোধ মিটমাটের জন্য হড়হড়ি থেকে প্রাক্তন সিপিএম অঞ্চল (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর পুরসভা ভাল কাজ করেছে—পুরমন্ত্রী

সৌমিত্র সিংহ রায় ঃ 'জঙ্গিপুর পুরসভার কাজকর্ম দেখতে রাজ্য সরকারের পরিদর্শক দল পাঠিয়েছিলাম। তাঁদের রিপোর্ট খুব ভাল। ক্ষুদ্র মাঝারি শহর উন্নয়ন প্রকল্পে এই পুরসভা খুব ভাল কাজ করছে। রাজ্য সরকারের পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য পুরসভার নতুন প্রশাসনিক ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে একথা বলেন। গত ২০ জানুয়ারী বিকেলে আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২০০ বর্গফুট জায়গায় নবনির্মিত ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন মন্ত্রী। পুরসভার নিজস্ব আয়ে ভবনটি তৈরী হয়েছে। এই কৃতিত্বের জন্য পুরবাসীকে তিনি ধন্যবাদ জানান। জঙ্গিপুর পুরসভায় ভবিষ্যতে আরও কাজ হবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মন্ত্রী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জেলা সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরী বলেন, 'এ জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে জঙ্গিপুর পুরসভা'। সাংস্কৃতিক বিকাশের (শেষ পৃষ্ঠায়)

ক্ষমতাবান নেতাদের কলকাঠিতে বি এস এফ ক্যাম্প বসেও উঠে গেল

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের খেজুরতলা চোরাচালান ঘাটের কাছে বিএসএফ ক্যাম্প বসেছিল গত ১৯ জানুয়ারী। কিন্তু গ্রামবাসীদের বাধাদানের চাপে তা উঠে গেল ২১ জানুয়ারী। জানা যায়, ওখানে ৬/৭ বিঘে খাস জমিতে ক্যাম্পটি বসেছিল। কিন্তু গ্রামবাসীরা গণদরখাস্ত করেন ওটা ঈদগাহ, ওখানে ঈদের নামাজ হয়। অন্যদিকে কয়েকজন গ্রামবাসী জানালেন, অবাধ চোরাচালানে অসুবিধা হবে তাই স্থানীয় রাজনীতির চাপে ক্যাম্পটি উঠিয়ে দেওয়া হল। অনুসন্ধানে জানা যায়, যারা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত তারা আগে কংগ্রেস করত। এখন সিপিএম করে। সেকেন্দ্রা, খেজুরতলায় চোরাচালানকারীদের মধ্যে গত ৫ বছরে অনেক লড়াই হয়েছে রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব আসন দখল করে। কংগ্রেস-বিজেপির অভিযোগ ছিল, সন্ত্রাস করে প্রার্থী দিতে দেয়নি সিপিএম। সুতরাং চোরাচালানে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলী সমাপ্তি উৎসবে অজিত পাঁজা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলী সমাপ্তি উৎসব আগামী ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। এক সাক্ষাৎকারে প্রধান শিক্ষক মোঃ সোহরাব জানান, প্রথম দিন ৫ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজা। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন বিচারপতি অবনীমোহন সিংহ, বিচারপতি সুশান্ত চ্যাটার্জী, ডঃ ক্ষেত্রমোহন সেনশর্মা, বেলুড়-মঠের সনাতনানন্দজী প্রমুখ। ৬ ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় দিনে বিবেকানন্দ ও জাতীয় সংহতির উপর একটি সেমিনারের ব্যবস্থা হয়েছে বলেও জানা যায়।

স্মাগলারদের বোমায় কিশোরের মৃত্যু

জঙ্গিপুর ঃ ২৩ জানুয়ারী রঘুঃ ২নং ব্লকের তেঘরী গ্রামের রেজাবুলের ১৩ বছরের ছেলে বোমার আঘাতে মারা যায়। খবর সীমান্ত এলাকায় স্মাগলারদের কয়েকজনের মধ্যে মালের বখরা নিয়ে গন্ডগোল বাধে। ফলে দলটি বিভক্ত হয়ে যায়। ঘটনার দিন এক-পক্ষে বর্তমান কংগ্রেস প্রধান ফাইজুদ্দিন বিশ্বাসের (ফসী) দুই ভাই কাশেম ও জয়নাল সেখের সঙ্গে অপর পক্ষ আবদুল হোসেনদের বচসা হয়। প্রথম পক্ষের বোমার আঘাতে এই কিশোরটি আহত হলে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে সে মারা যায়। দুষ্কৃতীরা বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে বলে জানা যায়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই মাঘ বুধবার, ১৪০০ সাল

প্রজাতন্ত্র দিবস

২৬শে জানুয়ারী, ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস। বস্তুতঃ সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ তাৎপর্যবাহী। ১৯৫০ সালের এই দিনটিতে সংবিধান চালু হয় এবং ভারতের প্রতি নাগরিককে অধিকার প্রদানের অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। তাই ভারতের শাসন ব্যাপারে ভারতের জনগণের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাহা ছাড়া নাগরিকদের কর্তব্যও এই উপলক্ষে ঘোষিত হয়। পূর্বে এই ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হইত। তখন ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুগ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই দিনটিকে সাধারণতন্ত্র দিবসরূপে ঘোষণা করা এবং উদ্‌যাপন করা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। পরম পরিতাপের কথাঃ বিচ্ছিন্নতাবাদ আজ মাথা চাড়া দিয়াছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই ইঙ্গিত লইয়া আমরা ১৯৮৩ সালে আমাদের পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছিলাম। আজ তাহার রূঢ় বাস্তবরূপ দেখা যাইতেছে পাঞ্জাবে, আসামে, দার্জিলিং অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে। পাঞ্জাবে ও আসামে উগ্রপন্থীদের হাতে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাইতেছেন এক বা একাধিক জন। গোর্খাল্যাণ্ড লইয়া কিছু মানুষ ভারতকে যেন চ্যালেঞ্জ দিয়াছে।

ভারতের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভারতেরই ক্ষতিসাধনের হীন প্রয়াস। অথচ তাহার উপযুক্ত মোকাবিলা করিবার সেই দৃঢ় হস্ত কোথায়? তাই শুধু অনুষ্ঠানাদি করিয়া এই দিনটি উদ্‌যাপন করিলেই চলিবে না। ভারতের প্রতিটি নাগরিককে নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকিতে হইবে। যে সব অশুভ শক্তি দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক; তাহার বিরুদ্ধে সকলকে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের অশুভ মনোবৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপকে উৎখাত করিতে হইবে। সংহত কর্মশক্তি দিয়া দেশের শক্তিবৃদ্ধি কবিবার প্রয়োজন আসিয়াছে। যে সব বহিঃশক্তি ভারতকে দুর্বল করিতে চেষ্টিত, তাহার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে দাঁড়াইতে হইবে। প্রতিটি মানুষকে আজ মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থবোধ অপেক্ষা দেশ বড়।

সংবিধান কি দলগত ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে অবমাননার যোগ্য?

কাঞ্চনকুমার রায়

প্রজাতন্ত্র দিবসের অস্ত্র প্রদর্শনী দেখে কিছুটা হলেও আশঙ্কা দূর হয়, বিশ্বাস জন্মে—না আমাদেরও কিছু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে। আর কিছু না হোক, এই সব অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে আমাদের দেশের নিবেদিত প্রাণ সৈনিকরা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবশ্যই সমর্থ হবে। এ ধরনের বিশ্বাস যে শুধু কল্পনার ভঙ্গুর ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা কিন্তু নয় বরং পূর্ব অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুললে দেখতে পাই, পাকিস্থানের সঙ্গে চার-চারবার এবং ৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতীয় ফৌজ দেশমাতৃতার জন্য বিপক্ষের চেয়ে কম আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েও কেবলমাত্র অনুপ্রেরণা ও প্রতিজ্ঞার জোরে মরণপণ লড়াই করে দেশের বীরত্বের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে রক্ষা করেছে ভারতমাতার সম্মান। ভারতীয় সনাতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি যথাক্রমে ভারতমাতার বস্ত্র ও অলঙ্কার। মানুষী শরীরের আড়ালে যে বর্বর দানবরা গায়ের জোরে অস্ত্রের জোরে ভারতমাতৃকার দেহ থেকে বস্ত্র ও অলঙ্কার খুলতে চেয়েছিল, যারা ভারতের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করতে চেয়েছিল তাদের সেই হীন চক্রান্ত, বলতে গেলে অতিমাত্রিক স্বার্থপরতার স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে বীর জওয়ানরা এক পবিত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এখন কথা হচ্ছে, কোন দল বা সংগঠন যদি ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করে, তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই দল বা সংগঠনের ভারতের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নটা খুব বড় হয়ে দেখা দেয় আমাদের কাছে। ইতিপূর্বে এমন ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়; যেমন, ৬২-র ভারত—চীন যুদ্ধে কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ চীনের আগ্রাসী নীতির বড় সমর্থক ছিল, তারা সেই যুদ্ধে চীনকে সরাসরি সমর্থনও জুগিয়েছিল। ভারত—পাকিস্থান যুদ্ধে পাকিস্থানকে সরাসরি কেউ সমর্থন করেনি ঠিকই, তবে ভারতের বুকে এমন অনেক মৌলবাদী সংগঠন আছে যারা ভারতমায়ের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েও পিছন থেকে ভারতমায়ের বুকে ছুরি মারছে অর্থাৎ গোপনে গোপনে পাকিস্থানের নীচ আগ্রাসী নীতিকে সমর্থন যোগাচ্ছে। আমরা যতই বড় বড় বক্তৃতা দিই না কেন, এই হীন জঘন্য মনোবৃত্তির কিন্তু এখনো বিনাশ হয়নি। তার প্রমাণ, অধুনা বিতর্কিত বাবরি সৌধ ভেঙে ফেলার কারণে একটি সংগঠন সাধারণতন্ত্র দিবস বয়কটের ডাক দিয়েছিল। এখন অনেকের মনেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, প্রজাতন্ত্র দিবস বয়কটের সঙ্গে প্রতিরক্ষার ব্যাপারটা আসছে কেন? খুব ভাল প্রশ্ন—কোন দেশের ঐতিহ্য, সভ্যতা, কৃষ্টি ও ধর্ম্ম শাসনতান্ত্রিক পরাধীনতার সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যায় না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারত; কখনও মুসলিম আবার কখনও বৃটিশ শাসনে প্রায় হাজার বছর অতিবাহিত করেও ভারতের ঐতিহ্য আজও অটুট। পক্ষান্তরে, দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়া একটা সুচিন্তিত, সুনিয়ন্ত্রিত আইনী পরিকাঠামোর ব্যাপারটি—এই আইনী পরিকাঠামোই কী সংবিধান নয়? তাই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সম্পর্ক প্রজাতন্ত্র তথা সাধারণতন্ত্র দিবসের সাথে একীভূত হয়েছে। এক্ষেত্রে, কোন সংগঠনের নেতৃস্থানীয়রা প্রজাতন্ত্র দিবস বয়কটের আহ্বান জানালে তা কি দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে হুমকির সামিল নয়?

ঘটল কিন্তু এমন ঘটনায়। সারা ভারত বাবরি মসজিদ অ্যাকশন্ কমিটি, দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম সৈয়দ আবদুল্লা বুখারি ও তৎসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ইমামগণ (অবশ্যই সকলে নয়) মিলে জুলে প্রজাতন্ত্র দিবস বয়কটের আহ্বান জানালেন তাও আবার বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি। এই আহ্বান বিশেষ সাড়া না জাগালেও কিছু মানুষ নিশ্চিতভাবে সাড়া দিয়েছে—এও কি দেশের পক্ষে কম ক্ষতিকর। বিতর্কিত বাবরি কাঠামো ভাঙার জন্য ওনাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে; অপরদিকে অধুনা বোম্বাই ও আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া অতি ঘৃণ্য, মর্ম্মান্তিক সাম্প্রদায়িক হানাহানিও খুব স্বাভাবিকভাবে ক্ষোভের সঞ্চার করবে। পরন্তু, এটা ভেবে দেখা খুবই দরকার যে, এই দাঙ্গাহাঙ্গামা বা সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলের জন্য সাধারণতন্ত্র দিবস বয়কট করা সঙ্গত কিনা। দায়ী ক্ষুদ্র চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ, দলীয় রাজনীতির গণ্ডীর দ্বারা পরিবেষ্টিত স্বার্থের ধ্বজাধারী নেতৃবৃন্দগণ। সাম্প্রতিককালে, সারা দেশে যে সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল হয়ে গেল বিশেষ করে বোম্বাই ও আহমেদাবাদে তারজন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী দায়ী, মহারাষ্ট্র, ও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় দায়ী অথবা বিজেপি-র কয়েকজন নেতা দায়ী—আমরা কি কখনও সংবিধানের পবিত্র অস্তিত্বকে দায়ী করতে পারি? গঙ্গাজলের মত পবিত্র ও নির্মল এবং হিমালয়ের মত বহু বিস্তৃত আমাদের সংবিধান—যার আওতায় বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্ম্মমতের মানুষ এক হ'য়ে মিলেমিশে পরস্পরের (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চক্ষু অপারেশন শিবির

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৬ জানুয়ারী স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের পরিচালনায় একটি চক্ষু ছানি অপারেশন শিবির পরিচালিত হয়। ৭০ জন রোগীর ছানি অপারেশন করেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ পান্নালাল সাহা এবং তাঁর টিম।

দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির নিজস্ব গৃহ উদ্বোধন

সাগরদীঘি ঃ গত ১১ জানুয়ারী বালিয়া দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির নিজস্ব গৃহ উদ্বোধন করেন সমবায় ইউনিয়ানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর প্রিয়তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান রাধেশ্যাম মণ্ডল। ১৯৯৩—৯৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই সমিতির সদস্য সংখ্যা পুরুষ ১৩৮ ও মহিলা ১০ জন। উৎপাদক সদস্য ৮৮ জন। ৯ মাসে প্রতিদিন গড়ে দুধ পাওয়া যায় ৩৩০·৪০ লিটার। কৃত্রিম প্রজনন হয়েছে ৩৬টি। গো-খাদ্য বিক্রয় হয়েছে গড়ে ১৬০৩ কেজি, ২১ বিঘা জমিতে ঘাস চাষ করা হয়। এই ৯ মাসে লাভ হয়েছে মোট ২৫৭৫৮·৫৪ পঃ। বোনাস দেওয়া হয়েছে ১৭৯২৫ টাকা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামাণিক, প্রধান আবদুর রাজ্জাক, ভাগীরথী দুগ্ধ সমবায়ের সুপারভাইজার প্রদীপ সান্যাল, অমরেন্দ্র সাহা, বিজলী দাস ও নারায়ণ সাহা। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তাঁর ভাষণে বলেন সমবায়ের কোন বিকল্প নেই। ভাগীরথী দুগ্ধ সমবায় প্রথম চালু হয় ২·৬ কোটি টাকা দিয়ে। প্রতিদিন গড়ে এখানে ৮৭ হাজার লিটার দুধ সংগৃহীত হচ্ছে। এ ব্যাপারে মহিলাদেরও অংশ গ্রহণ দরকার। গরু মহিষের যত্ন পরিচর্য্যা করা একান্ত প্রয়োজন। শেষে সিঙ্গার দুগ্ধ উৎপাদক সমিতির সদস্যরা ও কাবিলপুরের কুতুবুদ্দিন বিশ্বাস একটি গীতি আলেখ্য প্রদর্শন করেন।

সংবিধান কি দলগত (২য় পৃষ্ঠার পর)

সুখ-দুঃখ বণ্টন ক'রে নিয়ে এক হৃদয়ে আমরা বসবাস করছি। স্বাধীনতাযজ্ঞে লক্ষ দেশব্রতী মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের আহুতিতে গড়া সংবিধানের মর্যাদা সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। একে অপমান করার অধিকার আমাদের কারও নেই। কোন দল বা হীন ব্যক্তি-স্বার্থের সঙ্গে সংবিধানের মৌলিকত্বকে জড়িয়ে ফেলাও উচিত নয়। বরং সংবিধানকে অস্বীকৃতির অর্থ মূল জাতীয় জীবনধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করা। যা আত্মহত্যারই সমতুল্য। সবশেষে বলি, সংবিধান আমার আপনার কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে, দলগত বা ব্যক্তিগত দোষে সংবিধান দুষ্ট হবে। সংবিধানের অবমাননাকারীরাও হত্যাকারীর সমদোষে দুষ্ট—এ কথা যেন না ভুলি।

প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ শিবির

জঙ্গিপুর ঃ গত ৫ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সাইদাপুর গ্রামে মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগের উদ্যোগে একটি প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নরেন দাস। প্রধান অতিথি ছিলেন তেঘরী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মনটু বিশ্বাস ও রাজকুমার জৈন। মোট ৫৫ জন প্রতিবন্ধী চিহ্নিত হন। তাঁদের ট্রাই সাইকেল, হুইল চেয়ার প্রভৃতি বিনা মূল্যে দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অর্থোপেডিক সার্জেন ডাঃ এ কে বেরা, ও অর্থোপেডিক ইঞ্জিনিয়ার প্রকাশচন্দ্র তরাই, সংঘের সহসম্পাদক অমল হালদার, সঞ্জীবন দাস, অচিন্ত্য বিশ্বাস, লক্ষ্মণ দাস, রাজশ্রী দাস প্রমুখ।

সন্ধ্যারাতে ছিনতাই, তিনজন গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১২ জানুয়ারী সন্ধ্যারাতে স্থানীয় বস্ত্র ব্যবসায়ী ওমপ্রকাশ আগরওয়ালা মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার ধরার জন্য রিক্সায় জঙ্গিপুর রেলষ্টেশনে যাবার পথে গোপালনগরের কাছে কয়েকজন ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন। ছিনতাইকারীরা রিক্সা থামিয়ে ওমপ্রকাশের হাতের কাপড়ের ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে যায়। ধস্তাধস্তিতে ওমপ্রকাশের হাত জখম হয়। জানা যায় ব্যাগে একটি গরম জামা ও কিছু কাগজপত্র ছাড়া কিছুই ছিল না। পুলিশ ঐ ঘটনায় মিঞাপুরের জয়হিন্দ দাস, সোনাটিকুরীর মন্টু ঘোষ (ভগীরথ) ও যুদ্ধ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। আইলের উপরের একজন দুর্বৃত্ত পালিয়ে যায়। ওকে ধরতে পারলে ছিনতাইকারী দলটি পুরো ধরা পড়বে বলে পুলিশ জানায়।

সুফি সাধক আবদুল গণির প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপন

অরঙ্গাবাদ ঃ গত ৬ জানুয়ারী সুখশান্তি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সুফি সাধক আবদুল গণির প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় অরঙ্গাবাদের ইংলিশ গ্রামে তাঁর কর্ম্মস্থানে। এই উপলক্ষে দীন-দুঃখীদের বস্ত্রদান, ভোজন প্রভৃতি করা হয় ও তাঁর সমাধিতে পুষ্পস্তবক সমর্পিত হয়। এই মহান সাধক মানবতাবাদ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অহিংসার আদর্শ প্রচার করেন তাঁর সারাটি জীবন ধরে। উৎসবে তারাপদ সরকার, মৌলভী হজরত আলী প্রমুখ বহু ব্যক্তি যোগদান করেন ও তাঁর মহান জীবনের আদর্শ আলোচনা করেন।

কলাবাগ নাট্যসমাজ রুরাল লাইব্রেরীর সেমিনার

জঙ্গিপুর ঃ গত ১৭ জানুয়ারী প্রায় সাতশো সদস্যের উপস্থিতিতে কলাবাগ নাট্যসমাজ রুরাল লাইব্রেরীর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন গোবিন্দপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবপ্রসাদ রায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গোপাল সিংহরায় প্রমুখ। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদ সদস্য মহঃ গিয়াসুদ্দিন, কাশিয়াডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান দ্বীপেন্দু রায়। রঘুনাথগঞ্জ ব্লক ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্যামল দাস, রঘুনাথগঞ্জ ২ এর বিডিও প্রমুখ।

বার লাইব্রেরী নির্বাচনে সাধারণ নির্বাচনের হাওয়া

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২১ জানুয়ারী স্থানীয় বার লাইব্রেরীতে সাধারণ নির্বাচনের উত্তাপ বয়ে গেল। বেশ কয়েক বছর নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় বার পরিচালন সমিতি গঠিত হয়। কিন্তু এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় চরম উত্তেজনার মধ্যে। যদিও এই নির্বাচনে রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল না, ছিল গোষ্ঠীগত উত্তেজনা। বার লাইব্রেরীর সাধারণ সদস্য সংখ্যা ৮৪ জন। সভাপতি নির্বাচিত হন মুক্তা ঘোষাল, সহসভাপতি দুজন অবশ্য নির্বাচিত হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, প্রদীপ নন্দী ও আবদুস সালাম। বিপুল ভোটে সম্পাদক নির্বাচিত হন সমীর চক্রবর্ত্তী। সহসম্পাদকদ্বয় মানোয়ার হোসেন ও খাইরুল হকও ভাল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। কার্যকরী সদস্য ৭ জন নির্বাচিত হন যথা মহিবুল্লা, অনিরুদ্ধ নাথ, ভবানী মণ্ডল, সাদেমান আলী, মহিরুদ্দিন সেখ, দীপক মুখার্জী ও জগন্নাথ সরকার।

নেতাজী জন্মদিবস পালন

জঙ্গিপুর ঃ গত ২৩ জানুয়ারী মোমিনটোলা সিনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ইমরান সরকার ও মহবুল হকের পরিচালনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৯৮তম জন্মদিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে গিরিয়া অঞ্চলের ৭টি প্রাঃ স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্যরা শোভাযাত্রায় অংশ নেন ও একটি বিশাল জনসভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বিডিও সেখ আতিয়ার রহমান, ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি আমজাদ হোসেন, নুরুল ইসলাম, মহঃ আবদুস সামাদ, ইয়াসিন সেখ, হামদুল হক প্রমুখ।

জীপ বিক্রয়

একটি মহিন্দ্রা ডিজেল জীপ (সেকেণ্ড হ্যাণ্ড) বিক্রয় হইবে; অনুসন্ধান করুন।

ভিকি ইলেকট্রিক্যাল

দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ

প্লাটফর্ম বিহীন টিউবওয়েল দূষণতা বাড়াচ্ছে

সাগরদীঘি ঃ এই থানার ৮নং বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টিউবওয়েল-গুলিতে কোন পাকা প্লাটফর্ম নেই। ফলে টিউবওয়েলের জলে দূষণ বাড়ছে। কংগ্রেস জমানার পর দীর্ঘ ১৭ বছর বামফ্রন্ট শাসন চলে এখন পঞ্চায়েত আবার কংগ্রেসের দখলে। কিন্তু টিউবওয়েল-গুলির হাল যথাপূর্বং। জনপ্রতিনিধিরা ভোটের আগে হৈচৈ করেন, নির্বাচিত হয়ে গেলে আর মুখ খোলেন না।

ডন বস্কো হেলথ হোম উদ্বোধন

সাগরদীঘি ঃ এই থানার মনিগ্রাম ডন বস্কো হেলথ হোমে গত ২১ জানুয়ারী সকাল ১০টায় আশীর্বাদ অনুষ্ঠান হয়। ইটালী থেকে ১৬ জন ডাক্তার, নার্স ও হেলথ ওয়ার্কার্স, জার্মানী থেকে ২ জন কিশোর মিত্র ও তাঁর স্ত্রী হাইকে মিত্র, কৃষ্ণনগর থেকে রেভারেন্ড ফাদার লুচিয়ানো কলুসী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তাঁরা জানান এই হেলথ হোমে টিবি রোগীদের ছাড়াও অন্যান্য রোগীদেরও চিকিৎসার বাবস্থা থাকবে। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন ইতালী ফারতেল্লি ডিমেন্দি কার্তি প্রেসিডেন্ট শ্রী জিনো। মনিগ্রামের ফাদার স্কারিয়া সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, টিবি রোগীদের চিকিৎসার জন্য এই হেলথ হোম। পুরুষদের ২৫ ও মেয়েদের ৩৫ বেড থাকবে। সুস্থ হবার পর মনিগ্রাম আরভেদী কলোনীতে আশ্রয় দিয়ে ভাল পথ্য দিয়ে সবল ও একেবারে সুস্থ করে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

জঙ্গিপুর পুরসভা ভাল কাজ করেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেত্রে এ জেলা পিছিয়ে আছে। শিক্ষার হার শতকরা ৩০ ভাগ। সমাজের বুদ্ধিজীবী অংশকে সহযোগিতা করতে হবে নিরক্ষর, গরীব মানুষকে শিক্ষা, সমাজ চেতনার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।' পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, 'এই পুর-সভার ১২৫ বছর পূর্তির গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা নতুন ভবন তৈরী করলাম। আনন্দের খবর, ১২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান আমরা তাড়াতাড়ি করব। পরিশ্রুত জল সরবরাহ তাড়াতাড়ি করতে পারব। ক্ষুদ্র-মাঝারি শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাসষ্ট্যান্ড, ফুলতলায় সুপার মার্কেট হবে। জঙ্গিপুর পারেও মার্কেট-কমপ্লেক্স, বাসষ্ট্যান্ড, তাঁত-শিল্প হবে। এটা মহকুমা শহর। এ শহরের অতীতের কাহিনী গৌরবে ভরা। পদ্মা ভাঙ্গনের কারণে এ শহরের উপর প্রচন্ড চাপ বাড়ছে। সকলের সহযোগিতায় অনেক সমস্যা নিয়ে আমরা সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় উন্নয়নের কাজ চালাচ্ছি। গত ১ বছরে ৫৬ লক্ষ টাকার উন্নয়নের কাজ হয়েছে। জঙ্গিপুরের সেতু, মাতৃসদনের খুব প্রয়োজন। মন্ত্রীর কাছে দাবী রাখছি, তাড়াতাড়ি এসব যেন হয়।' পৌর কর্মচারী ফেডারেশনের (সিটু) জেলা সম্পাদক শৈলেন মুখার্জীর নেতৃত্বে মন্ত্রীকে সমস্ত শূন্যপদে লোক নিয়োগের জন্য ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ক্ষমতাবান নেতাদের কলকাঠিতে (১ম পৃষ্ঠার পর)

অবাধ সাহায্য করতে না পারলে সকলে আবার কংগ্রেসে চলে যাবে। এই আশঙ্কায় সি পি এম চোরাচালানকারীদের প্রত্যক্ষ সাহায্য করছে। সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের আক্ষেপ সি পি এম আগে চোরাচালানের বিরোধিতা করত। এখন ক্ষমতা দখলের লোভে প্রত্যক্ষ সাহায্য করছে। এর পিছনে চলছে ভোট এবং টাকার খেলা।

নতুন ডিজাইনের কার্ডের জন্য
একমাত্র কার্ডের দোকান
কার্ডস্ কেয়ার
র ঘু না থ গ ঞ্জ

দু'জনের মৃত্যু ঘটলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান এবং বর্তমান কং সমর্থক বদরুদ্দোজা (চুনু), মহঃ মইনুদ্দিন, মীর আজাহার বক্রেশ্বরের বাড়ীতে আসেন। বদরুদ্দোজা হড়হড়ি কোঃ অপঃ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এবং বক্রেশ্বর তাঁর অধীনে কর্মচারী। তাই বক্রেশ্বরের অনুরোধে তিনি ঘটনার দিন রাত দশটা নাগাদ কয়েকজনকে নিয়ে বক্রেশ্বরের বাড়ীতে আসেন। কিন্তু কোন মীমাংসা হয় না। শোনা যায়, সুব্রত সেদিন তাঁর বাড়ীতে বেশ কয়েকজনকে নিয়ে এসে মদ খাওয়ান এবং রাত প্রায় একটা নাগাদ সেইসব লোক নিয়ে বক্রেশ্বরের বাড়ীতে চড়াও হন। বেপরোয়া হেঁসোর আঘাতে বদরুদ্দোজা ও মহঃ মইনুদ্দিন ঘটনাস্থলেই মারা যান। ছামুগ্রামের মনোরঞ্জন ভুঁইমালী ও হড়হড়ির মীর আজাহারকে আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুরে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে সুব্রতর ভাই উৎপল তাঁদের বন্দুক থেকে কয়েক রাউন্ড গুলিও করেন বলে খবর। পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলিসহ বন্দুকটি আটক করেছে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত ১৬ জন অভিযুক্ত আসামীর মধ্যে ১১ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর। এঁদের মধ্যে সুব্রত, তাঁর দু'ভাই উৎপল ও কুমকুম এবং তাঁদের বিধবা মা জগজ্জননী দেবীও আছেন। শান্তি বজায় রাখতে হড়হড়ি ও ছামুগ্রামে ২২ জানুয়ারী থেকে দুটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এসপি ২২ জানুয়ারী সারা দিন ঘটনাস্থলে ছিলেন। বাকী আসামীদের তল্লাসী চলছে। গ্রামের মানুষদের অভিযোগে আরও জানা যায় ঘটনার দিন রাত ৯টায় বক্রেশ্বর সাগরদীঘি থানায় গিয়ে তাঁর বাড়ী আক্রান্ত হতে পারে এবং তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা হচ্ছে বলে থানার হস্তক্ষেপ চাইলেও সাগর-দীঘি থানার সেকেন্ড অফিসার তাঁর কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে তাঁকে এক রকম তাড়িয়ে দেন। বক্রেশ্বর প্রাণের ভয়ে সেদিন বাড়ী না গিয়ে সাগরদীঘিতে আশ্রয় নেন। আরও জানা যায়, ঐদিন রাতে থানার উক্ত সেকেন্ড অফিসার ছামুগ্রামের উপর দিয়েই বালিয়া যান ও কয়েকজন জুয়ারীকে ধরে থানায় ফেরার পথে ছামুগ্রামের হত্যার খবর পান। এই অবহেলার প্রতিবাদে থানা ঘেরাও করা হয় বলে খবর। ২২ জানুয়ারী জেলা কংগ্রেস সভাপতি মান্নান হোসেন, জঙ্গিপুরের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মোঃ সোহরাব ঘটনাস্থলে যান ও এই ঘটনার নিন্দা করেন। ২২ জানুয়ারী সাগরদীঘির সমস্ত দোকানপাঠ বন্ধ থাকে।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী—কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভর-যোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন— ৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।